অন্য জীবিকা

নারায়ণ সাহা

ঘরের ছেঁড়া ময়লা শাড়ি বদলে শিখা অন্য একটা শাড়ি পড়ে নিল। এ শাড়িটাও আঁচলের কাছে ফেঁসে গেছে। রঙ জ্বলে গেছে সামান্য। তবে সাফসুফো নিপাট বলে অতটা হতশ্রী চেহারা নেয়নি। অবিশ্যি, আনন্দ অনুষ্ঠানে যাবার মত ভালো শাড়িই বা আর কোথায় ওর। যে সংসারে ফুল্লরার বারমাস্যার মত সব সময় অভাব অনটন লেগেই আছে সেখানে নতুন শাড়ির কথা ভাবাটাই যেন শিখার কাছে বিলাসিতা এখন।

সেদিন জ্যৈষ্ঠের ভর-দুপুরের চড়া রোদে হালদার পাড়ার এক বাড়িতে একটা সুন্দর শাড়ি প্রায় ওর হাতের মুঠোয় চলে এসেছিল। পাঁচিল বিহীন খোলামেলা বাড়ি। ঘরের দরজা এঁটে ভেতরে সবাই ঘুমোচ্ছিল। চারপাশ সুনসান। বাইরের দড়িতে রোদ খাচ্ছিল শাড়িটা। শিখা অনেকক্ষণ তক্কে তক্কে থেকে শেষ যেই না ওটা লোপাট করতে যাবে, অমনি ঘরের ভেতর থেকে কে যেন মেয়েলি গলায় হাঁক পেড়েছিল। কে রে ওখানে? এই ভর দুপুরে কে এসেছে?

হাঁক শুনেই দৌড় শিখা। এগলি ওগলি দিয়ে ছুটতে ছুটতে শেষে ষ্টেশনে এসে ট্রেন ধরেছিল। ভাগ্যিস ধরা পড়েনি। ধরা পড়লে যে কী হোত। কে জানে।

বিন্দি জিজ্ঞেস করলো, আজ কী মা? ছেরাদ্দ না বিয়ে?

শিখা ভাঙা আয়নার সামনে মুখ রেখে, পাউডার ঘষতে ঘষতে বলল, বৌভাত।

টুকাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মা'র সাজ দেখছিল। হঠাৎ বলল, খুব বড় ঘরের বৌভাত বুঝি মা? ওরা মাছ মাংস মিষ্টি সব খাওয়াবে তোমাকে? সেদিন যেমন খাইয়েছিল?

শিখা নির্লিপ্ত গলায় বলল, সেদিন কী আমি একা খেয়েছিলাম? তোরা খাসনি? তোদের জন্যেও তো সব নিয়ে এসেছিলাম।

বিন্দি বলল, আজও আনবে তো মা? ইয়া বড় বড় রসগোল্লা, সন্দেশ, পানতুয়া — মাছ, মাংস.....।

শিখা মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আনবরে আনব। সব আনব। এখন চুপ করে বসে থাক দিকিন।

বিন্দি চুপ করে। কিন্তু টুকাইয়ের প্রশ্ন শেষ হয় না। সে অবাক চোখে মাকে দেখে। সাজলে গুজলে মাকে যে কী সুন্দর দেখায় তখন। মনেই হয় না ওরা গরীব। কোনদিন ওদের খাওয়া জোটে, কোনদিন বা জোটে না। আজ তো সকাল থেকে ক'টা বাসী টী খেয়ে আছে ওরা। মা বিয়ে বাড়ি যাবে। খাবার আনবে। তবে রাতে ভাই বোন দুজনা পেট পুরে ভালোমন্দ খাবে। মা যে কেন ওদের সঙ্গে নিয়ে যায় না। বলে, ওরা তো আমাকে একা নেমতন্ন করে। তোদের নয়। তোরা সঙ্গে গেলে অনুষ্ঠানে বাড়ির লোকেরা সব জেনে ফেলবে যে তখন তোদের ঢুকতেই দেবে না।

টুকাই আর কথা বাড়ায় না। অথচ মনের মধ্যে যে কত প্রশ্ন এসে ভিড় করে তখন। ছ'বছরের টুকাই তখন ষাট বছরের বুড়ো হয়ে যায়। টুকাই বলল, তোমাকে সবাই নেমতন্ন করে কেন মা? তুমি কী ঠাকুর?

শিখা হেসে ওঠে সে কথায়। হেসে বলে, হাঁরে, শুধু ঠাকুর দেবতাকেই মানুষ নেমতন্ন করে বুঝি? মানুষকে করে না? আমি যে সবার কুটুম হই। তাই নেমতন্ন করে আমাকে।

মা ওদের কি রকম কুটুম হয়, তা অবিশ্যি টুকাই জানে না। ওরা গরীব বলে ওদের কোন কাকা জাঠ্যা দাদা নেই। এমন কী মাসি পিসিও নেই। এক মামা ছিল। মাসীর ভয়ে সে মামা আর আসে না এখানে। ওরাও মামার বাড়ি যাওয়া ভুলে

গেছে।
শিখা আর দেরি করলো না। আটটা প্রায় বাজে। উৎসব অনুষ্ঠানের বাড়িতে এ সময় থেকেই ভিড় জমে ওঠে খুব বেশি। ভিড়ের মধ্যে শিখা তখন মানিয়ে নিতে পারে নিজেকে। যে কাজে যাওয়া, সে কাজগুলো হয়ে যায় চটপট নইলে ফাঁকা বাড়িতে বড় অস্বস্তি হয় ওর খুব। ফাঁকা বাড়িতে সবাই সবাইকে চেনে জানে। কেউ কোন প্রশ্ন করলে, শিখা কোন জুৎসই উত্তর খুঁজে পাবে না তখন।
আজ অবিশ্যি অনেকটা হাঁটতে হবে ওকে। রেল লাইনের ওপারে গঙ্গা লাগোয়া পুবপারে নতুন পাড়ায় অনাদি চৌধুরির ছেলের বিয়ে গেছে পরশু। আজ বৌভাত। বড় লোক মানুষ। এক ছেলের বিয়ে খরচও করছে তেমনি।
পায়ে চটি গলিয়ে শিখা তড়িঘড়ি করে ঝুপরি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পায়ের সাথে চটিজোড়া ঠিক খাপ খায়নি। গত মাসে অন্য এক বিয়ে বাড়ি থেকে চটিজোড়া ম্যানেজ করেছিল ও। ভিড় আর ব্যস্ততার বাড়িতে কেউ টের পায়নি। দোতলায় সিঁড়ির মুখে ছেড়ে রাখা চটি জুতোর মধ্যে একটা পছন্দ সই চটি জোড়া পায়ে গলিয়ে নিঃশব্দে চলে এসেছিল শিখা। একে নতুন, তাই বে-সাইজ, পায়ে ফোস্কা পড়ে ওকে বেশ ক'দিন ভুগিয়েছিল। শিখার হঠাৎ মনে পড়লো। আজ তেমন মাপের কোন স্যান্ডেল পেলে ও নিয়ে আসবে টুকাইয়ের জন্যে। চটি ছিঁড়েগিয়ে, টুকাই এখন খালি পায়ে ঘুরে বেড়ায়।
এইভাবেই চলছে আজ ছ বছর ধরে। স্বামীটা মাতাল ছিল। তেমনি অপদার্থ, দায়িত্বজ্ঞানশূন্য। দুটো ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়ে তারপর কোথায় যে চলে গেল, হারিয়ে গেল শিখার জীবন থেকে, এখন সে মানুষটা কোথায় আছে। আদৌ বেঁচে আছে, না মরে ভূত হয়ে গেছে, শিখা জানে না। কিন্তু ওর কষ্টের জীবন শু হয়েছিল তখন থেকেই। নিজে লেখাপড়া খুব একটা শেখেনি। পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি করেও পেট ভরে না। শরীরের লোভে কেউ কেউ হাতছানি দিয়ে ডেকে ছিল। কিন্তু সে তো গলায় দড়ি দিয়ে মরার সামিল। ছেলে মেয়ে দুটোর মুখ চেয়ে মরতেও পারেনি শিখা। এখন ওর জীবন কাটে ভিক্ষে করে, আর এ ভাবে তঞ্চকতা করে উৎসব বাড়ির খাবার খেয়ে।
অনাদি চৌধুরির বাড়ির সামনে শিখা দেখল, হ্যাঁ, উৎসব বাড়িই বটে। বাড়ির সামনের খোলা মাঠে বিশাল প্যান্ডেল। তেমনি আলোর রোশনাই। গেটের দু পাশে কৃত্রিম জলের ফোয়ারা। ভেতরে ঝাড়বাতি। টেপের সুরে মৃদুলয়ে বাজছে বিসমিল্লার সানাই। নিমন্ত্রিত মানুষের সংখ্যা যে কত, তা গুণে হিসেব করা যাবে না। পুষদের পোষাকে আসাকে, আর মেয়েদের শাড়ী গয়না, সাজে গোজে, একে অন্যের সাথে যেন রীতিমতো প্রতিযোগিতা লেগেছে। ওদের কাছে শিখার নিজেকে খুব ম্রিয়মান মনে হল। শাড়ি, ঠুনকো গয়না এমন কী প্রসাধন পর্যন্ত। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে জানে শিখা। খুশিয়াল মুখ, চোখের কোণে নিঃশব্দ হাসির ঢেউ, ভঙ্গিতে সপ্রতিভতা। শিখা মুহূর্তে মিশে গেল নিমন্ত্রিত মানুষের ভিড়ে। খানিকটা সময় ভিড়ের মধ্যে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাঘুরি করে, তারপর এক সময় টুক করে ঢুকে পড়লো খাবারের বিশাল হল ঘরে। একদিকে চলছে বুফে সিস্টেম, অন্যদিকে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা। শিখা একটা কোণের টেবিলে গিয়ে বসলো। ক্যাটারার ছেলেগুলো দরাজ মন নিয়ে পরিবেশন করছে। ঢাকাই পরোটা, কাশ্মিরী আলুরদম, মটন বিরিয়ানী, মাছ, চিলি চিকেন — যে যত পার খাও। মাঝে একবার বাড়ির কর্তা নিজে এসে জনে জনে তদারকি করে গেলেন। — আরে ঘোষ গিন্নিযে! কখন এলেন, দেখলাম না তো। তা কিছুই তো খাচ্ছেন না। সবই দেখছি পাতে পড়ে রয়েছে। খান, খান —। ওহে ছোকরা, এখানে একটু চিলি দিয়ে যাও। রায় বাবু, আপনার তো সেই অবস্থা। সুবীর যে ! তা, মা কই ? তাকে তো দেখছি নে। সব কিছু কিন্তু চেয়ে চিন্তে নিও বাবা। আমার জিনিসে কিছু কম নেই। লাগে, বাজার থেকে আবার আসবে।
ঘুরতে ঘুরতে শেষে কোণের টেবিলে শিখার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন অনাদি চৌধুরী। তাঁর বৈষয়িক মন আর জহুরির দুচোখ নিয়ে পরীক্ষা করেও, শিখাকে ঠিক চিনতে পারলেন না। চেনা অচেনার দোলাচলে দুলতে দুলতে বললেন, তা তোমাকে ঠিক চিনতে পারলাম না। তুমি কে মা ?
তখনই ধবক করে কেঁপে উঠলো শিখার মন। মুখ ভর্তি তখন বিরিয়ানি সোয়াদ। কোন লাজলজ্জা না করে চেয়ে চিন্তেই ও নিচ্ছে। নিজে যতটুকু খেতে পারে। কখনো কখনো পরিমাণে তার থেকে বেশি। অথচ পাতে কিছুই পড়ে থাকছে না ওর। এই সময়ই চৌধুরী বাবু মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কঠিন প্রশ্নটা করে বসলেন।
শিখা বিষম খেতে যাচ্ছিল। সামলে নিয়ে এক ঢোকে জল খেয়ে বলল, আমি সুজাতার বান্ধবী মেসোমশাই। সুজাতার

শ্বশুড় বাড়ির পাশেই আমাদের বাড়ি।

অ—! চৌধুরী বাবু শিখার চটজলদি জবাবে আর বেশীদূর এগোতে পারলেন না। সাত বছর হল তিনি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন চাকদায়।

সেখানে কে সুজাতার বান্ধবী কে ওর শ্বশুর বাড়ির দূর সম্পর্কের আত্মীয়, তা তিনি চিনবেন কি করে। তা ছাড়া এত মানুষের হট্টমেলায় কতজনকেই বা তিনি মুখ চিনে রাখবেন। হাসির টুকরো অনেক কষ্টে মুখে ফিরিয়ে এনে অনাদি চৌধুরী বললেন, তা বেশ! বেশ! সব কিছু কিন্তু চেয়ে টেয়ে খেও মা। ব'লে, অন্য দিকে চলে গেলেন তিনি। মনের দ্বন্দ্ব মনেই রয়ে গেল তাঁর।

নির্বিঘ্নে শেষ হল খাওয়া। হাত ধোবার ব্যবস্থা ছিল বাইরের কলতলায়। সেখানে গিয়ে হাত ধুতে গিয়েই ঘটে গেল এক অঘটন। ক্যাটারারের একটা চোঁয়াড়ে মার্কা ছেলে শিখাকে পেছনে থেকে ডেকে উঠলো, শোন —। ডাক শুনে শিখা হঠাৎ ঘাবড়ে গেল। ভয়টা চকিতে চলকে উঠলো দু চোখের পাতায়। শিখা ঘুরে দাঁড়াতেই ছেলেটি বলল, এদিকে এসো। কথা আছে।

ভয়টা মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেই শিখা এবার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলো। কঠিন গলায় বলল, আপনি কে? আপনাকে তো আমি চিনি না।

চেন কি না চেন, সে পরে দেখা যাবে। এখন ও যা বলছে তাই কর। এদিকে এসো।

শিখা দেখল, ছেলেটির পাশেই স্বমূর্তিতে অনাদি চৌধুরী দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং। সঙ্গে আরো দু চারজন। একটি মাঝবয়সী সুবেশী মেয়েকেও দেখতে পেল শিখা। দেখেই ওর রক্তশূন্য মুখ সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেল পলকে। বুঝতে পারল, নিজের গোপন খেলা ধরা পড়ে গেছে ওর।

প্যান্ডেলের পেছনে অন্য একদিকে আবছা অন্ধকার আর বাগান ঘেরা নির্জনতায় এসে অনাদি চৌধুরি রোষ কষায়িত চাপা স্বরে বললেন, তোমার হাতে ওটা কী?

শিখা জবাব দেবার আগেই সেই চোঁয়াড়েমার্কা ছেলেটি শিখার হাত থেকে চোখের নিমেষে ছিনিয়ে নিল প্লাষ্টিক ব্যাগটা। নিয়ে বলল। ওতে কি আছে সে আমি জানি মেসোমশাই। ওকে প্রথম থেকেই দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল, মাছ, মাংস মিষ্টি বার বার চেয়ে চেয়ে নিচ্ছিল। আর সে সব প্লেটে পড়তে না পড়তেই হাওয়া। তখন থেকেই তক্কে তক্কে রেখেছিলাম। এই দেখুন, প্লাষ্টিক ব্যাগে বিরিয়ানি মাছ মাংস — সব পুরেছে। এসব চোর বদমাস মেয়েছেলেকে পুলিশে দেয়া উচিত —।

অনাদি চৌধুরির দু চোখ জ্বলছিল ক্রোধে। ঘৃণা আর রাগ নিয়ে বললেন, পুলিশেই দেয়া উচিত এসব মেয়েকে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ — । তখন দেখে আমারও সন্দেহ হয়েছিল। পরিচয় জানতে চাইতে বলল, সুজাতার বান্ধবী। তা, এই তো আমার মেয়ে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে। এবার বলো সে কথা।

শিখার মুখে কোন রা নেই। মুখ যেন আগুনে পুড়ে ঝলসে গেছে। দৃষ্টি আনত। সুজাতা হঠাৎ উদ্ধত সর্পিনীর মত ফুঁসে উঠে বলল, ও আর কী বলবে! চোর ধান্ধাবাজ ছোটলোক মেয়েছেলে। নিজে তো পেট পুরে খেয়েছেই। সঙ্গে আবার পিরিতের স্বামী জন্য চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে সব। ছুঁড়ে ফেলে দে বাচচু , ছুঁড়ে ফেলে দে সব খাবার — ।

বলতে বলতে বাচচুর হাত থেকে প্লাষ্টিক ব্যাগটা ছিনিয়ে সুজাতা নিজেই সব খাবার ছড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল ড্রেনে। শিখা তখনই বিদ্যুৎ ঝলকের মত বিন্দি আর টুকাইয়ের ক্ষুধার্ত মুখ দুটো চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মনে হল ওর কেউ যেন বুকের ভেতর থেকে হৃৎপিন্ডটা ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। কেন যে ও এই বিশেষ বিশেষ আনন্দ অনুষ্ঠানের দিনে সঙ সাজে, কেন নির্লজ্জ অনাহূতের মত নেমতন্ন বাড়ি যায় পাত পাততে, নিজে খাওয়ার ছলনা করে কেন যে কচি কাঁচা ছেলেমেয়ের দুটোর জন্য খাবার চুরি করে আনে, তা বড়লোক অনাদি চৌধুরি বুঝবে না। বুঝবে না সুজাতা, সে যে বড়লোক বাড়ির মেয়ে। বড়লোকদের মায়ের মন যে সোনা দিয়ে মোড়া থাকে। প্রকৃত মায়ের জ্বালা তারা বুঝবে কী করে!

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com